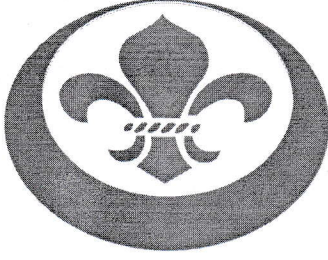


আমার সীমানা আমার সুরক্ষা (কাব স্কাউট)



ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ১৯৯৪ সাল থেকে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্কাউটসও শিশুদের চারিত্রিক গঠন, বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সম্ভ্রত কারণেই ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও বাংলাদেশ স্কাউটস তোমাদের সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যৌথভাবে কাজ করছে।

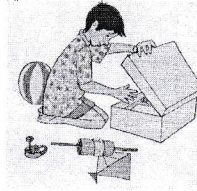
শিশু অধিকার :

- অধিকার হচ্ছে ন্যায্য পাওনা
- প্রতিটি শিশু স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য যে সকল জিনিস বা সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তা একজন শিশুকে ভোগ করতে দেওয়াই হচ্ছে শিশু অধিকার।

- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, বিনোদন, অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি শিশুদের অধিকার।

শিশু অধিকার সনদ :

- জাতিসংঘ সারা বিশ্বের শিশুদের অধিকার সমান ভাবে ভোগ করতে দেওয়ার জন্য একটি অধিকারের বই তৈরি করেছে, এই বইটিকেই বলা হয় শিশু অধিকার সনদ।



- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ সালে তৈরি হয়।

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ০ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই শিশু।

- আমাদের বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে ঐ সনদ অনুযায়ী শিশুদের অধিকার দেয়ার জন্য জাতিসংঘের নিকট প্রতিশ্রুতি (সনদে স্বাক্ষর করে) দেয়।

- শিশু অধিকার সনদে ৫৪ টি ধারা বা অনুচ্ছেদ আছে।

- এই সনদ অনুযায়ী শিশুদের (তোমাদের) প্রধান প্রধান অধিকার হচ্ছে-

- ক) বেঁচে থাকার অধিকার,
- খ) বিকাশের অধিকার,
- গ) সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার
- ঘ) অংশগ্রহণের অধিকার।

অধিকার, সুরক্ষা ও নির্যাতন :

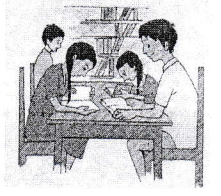
- প্রতিটি শিশুরই ভালভাবে বা স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার জন্য পরিবার, স্কুল ও খেলাধুলার স্থানসহ সব জায়গায় সবধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

- খাদ্য, বস্ত্র (কাপড়-চোপড়), চিকিৎসার পাশাপাশি সকল প্রকার নির্যাতন (শারীরিক, মানসিক, অপছন্দনীয় আদর বা আচরণ) থেকে রক্ষা পাওয়াও শিশু অধিকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।



- সব ধরনের নির্যাতন বা নির্যাতনমূলক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়াকেই বলা হয় সুরক্ষা বা নিরাপত্তার অধিকার।

- বড়দের যে আচরণ বা কথা বা স্পর্শ বা কাজ বা উদ্যোগ শিশুদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত বা কষ্ট দেয় তাই নির্যাতন।



- শারীরিক নির্যাতন: হাত দিয়ে বা কোন লাঠি বা কাঠি (কষ্টি, বেত) দিয়ে বা কোন ধারালো যন্ত্র/অস্ত্র (দা, কাঁচি, খুন্টি) বা অন্য কোন কিছু ব্যবহার করে শরীরে যেকোন ধরনের আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়াই হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন।

- মানসিক নির্যাতন: গালি দিয়ে, অশ্লীল কথা বলে, অপমান বা অবমাননা করে, বিকৃত নামে ডেকে, চাকরি (বাড়িতে বা অন্যকোন জায়গায় যে শিশুরা কাজ করে) থেকে বাদ দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বা অন্য যেকোন ভাবে মানসিক আঘাত বা কষ্ট দেয়াকেই বলা হয় মানসিক নির্যাতন।

- পরিবারে বসবাসকারী শিশু (ধনী-গরীব), শ্রমজীবী (বাড়িতে, দোকানে, কারখানায়, গ্যারেজ/ওয়ার্কশপে, গাড়িতে যারা কাজ করে) শিশু, রাস্তায় বসবাসকারী শিশুসহ যেকোন বয়সের শিশুরাই যেকোন নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

- পরিবার, স্কুল, প্রতিবেশী বা আত্মীয় বাড়ি, কর্মস্থল (যে শিশু যেখানে কাজ করে), যাতায়াতের রাস্তা, খেলাধুলার জায়গা, ক্যাম্প বা সমাবেশসহ যেকোন জায়গায়ই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হতে পারে।



- পরিবারের লোক, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, মালিক (গৃহকর্তৃ বা কর্তা, দোকান/গ্যারেজ/হোটেল বা কারখানার মালিক), ওস্তাদ (হোটেল, গ্যারেজ, গাড়িতে কাজ করে অপেক্ষাকৃত বড়রা), উপরের শ্রেণীর বড়রাসহ বয়সে বড় যে কোন পুরুষ বা মহিলাই শিশুদের নির্যাতন করতে পারে।

- বড়রা শিশুদের আদর-সোহাগ করে, আদর, ভালবাসে ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়ার চেষ্টা করে। আবার কেউ কেউ শিশুদের নির্যাতন করে। আমাদের মনে রাখতে হবে সব বড়রাই শিশু নির্যাতনকারী নয়।

- নির্যাতনকারী পরিচিত বা অপরিচিত উভয়ই হতে পারে।

- যে কোন শিশুকেই বার বার আঘাত বা নির্যাতন করা হলে তারা স্বাভাবিকভাবে বড় হতে পারে না।



ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স



ভাল ও মন্দ আচরণ বা স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য:

- আমাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা বড় তারা ছোটদেরকে (যেকোন বয়সের শিশুদের) আদর করে, সোহাগ করে। এটা খুবই ভাল ও স্বাভাবিক।
- বড়দের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে (পুরুষ বা মহিলা) যারা ছোটদের সাথে এমন আচরণ করে কিংবা এমনভাবে আদর করে কিংবা এমন কথা বলে যা একদমই ভাল লাগে না। অর্থাৎ যে আচরণ বা আদর (গায়ে হাত দিয়ে, চুমু দিয়ে, হাস্যজ্বলে লজ্জাস্থানে হাত দিয়ে) ভাল লাগে না সেই আচরণ বা আদরই হচ্ছে মন্দ আচরণ বা মন্দ স্পর্শ।
- শিশুর অপছন্দনীয় আচরণ বা স্পর্শই হচ্ছে মন্দ আচরণ বা মন্দ স্পর্শ।

নিজেকে রক্ষার উপায়:

বড়দের কারো আচরণ যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমরা তার কাছ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য কতগুলো কৌশল বা উপায় অবলম্বন করতে পারি। যেমন-

ক) কারো আচরণ পছন্দ না হলে তার কাছ থেকে দূত চলে যাবো।
আমরা এভাবে বলতে পারি -

‘কাছে আমার দুই লোক বুঝতে যদি পারি, দৌড়ে আমি পালিয়ে যাবো করবো নাকো দেরি’।

খ) কারো আচরণ বা আদর পছন্দ না হলে জোরে ‘না’ বলতে হবে। যেমন- আপনি আমার সাথে এ ধরনের আচরণ করবেন ‘না’। অর্থাৎ আমারও (শিশুর) আছে ‘না’ বলার অধিকার, বিপদ থেকে বাঁচতে করবো আমি চিৎকার।

গ) এ ধরনের আচরণ কেউ করলে চুপ করে না থেকে বাবা-মা বা অভিভাবকদেরকে জানাতে হবে। কারণ তাহলেই বাবা-মা বা অভিভাবকগণ নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি -
নির্যাতনের ঘটনায় আর রবো না চুপ,
লজ্জা পাবে খারাপ লোক শাস্তি হবে খুব’।
কিংবা
‘কাছের লোকের আচরণ খারাপ যদি হয়,
বলবো খুলে আপনজনকে (মা-বাবা) পাবো নাকো ভয়’।

ঘ) বাড়িতে বা ঘরে একা একা থাকলে দেখতে হবে সেই লোকটি আচরণ কেমন। কেউ নেই এই সুযোগে যদি কোন খারাপ কথা বলে বা খারাপ কাজের প্রস্তাব দেয় তাহলে ‘না’ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। আমরা এভাবে বলতে পারি -
‘থাকলে ঘরে একা,
দরজা খোলার আগে,
দেখতে হবে ভেবে,
যায় কি তার সাথে নিরাপদে থাকা’।

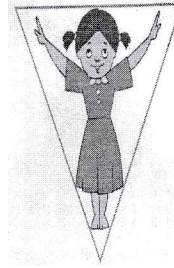


ঙ) নির্যাতনকারীর সাধারণত গোপনে কোন জিনিসের লোভ দেখিয়ে বা গোপনে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাড়াতাড়ি আপনজনকে তা বলে দিতে হবে। আর কেউ যদি জোর করে কোন জিনিস দেয়ও তাহলেও শিশুরা কোন খারাপ কাজ করতে বাধ্য নয়। আসলে গোপনে যখনই কেউ কোন কিছু দিবে বা কোথাও যেতে বলবে সেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বলা যায়-
‘গোপনে আমাকে দেয় যদি কেউ উপহার, বলবো সব খুলে জানতে হবে বাড়ীর সবার’।
কিংবা
‘কেউ আমাকে দিলে কোন উপহার,
বিনিময়ে দিতে কিছু নইতো আমি বাধ্য আর’।



শরীরের সীমানা :

- আমাদের দেশের সীমানা রয়েছে এবং পাহারা দেয় বর্ডার গার্ড-বাংলাদেশ। তেমনি আমাদের প্রত্যেকেরই শরীরের সীমানা রয়েছে এবং এই সীমানা নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।
- শরীরের সীমানার মধ্যে এসে কেউ কোন খারাপ আচরণ বা স্পর্শ করার চেষ্টা করলে নিজেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি -



দুই হাত দিয়ে তৈরি ত্রিভুজ আকার,
সেইতো শরীরের সীমানা সবার।
কিংবা
মন্দ আদর বুঝবো,
নির্যাতন বুঝবো,
সীমানায় হাত বাড়ালে
বাঁচার উপায় খুঁজবো।



- সব ধরনের কৌশল অবলম্বনের পরও কিংবা কেউ কৌশলগুলো সম্পর্কে না জানার কারণে যদি কেউ নির্যাতন বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে আপনজনকে অবশ্যই বলে দিতে হবে। কারণ তা নাহলে নির্যাতনকারী অন্য কোন শিশুকে আবার নির্যাতন করার সুযোগ পাবে।

আমাদের করণীয়:

- কোন শিশু নির্যাতনের শিকার হলে তার জন্য সবাই মিলে সব ধরনের সহায়তার (সাম্প্রদায়িক, চিকিৎসা করা, প্রয়োজনে বড়দের মাধ্যমে আইনের সহায়তা নেয়া) ব্যবস্থা করা
- নির্যাতনের শিকার শিশু ও তার পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে হবে এ ঘটনার জন্য শিশুটি নয় বরং নির্যাতনকারীই দোষী। এভাবে বলা যায়- যদি

হয় কোন শিশু নির্যাতনের শিকার, নির্যাতকই আসল দোষী, নয়তো শিশু আর।

- শিশুর প্রতি যেকোন ধরনের নির্যাতনই সামাজিক ভাবে ও আইনের দিক থেকে অপরাধ ও খারাপ কাজ।
- যেখানেই শিশু নির্যাতনের শিকার হোক এবং নির্যাতনকারী যেই হোক তা অবশ্যই অভিভাবক, শিক্ষক বা স্টাউট কর্মকর্তাদের জানাতে হবে।
- সর্বোপরি শিশু অধিকার ও নির্যাতন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কাবসহ অন্যান্য বন্ধুদের এবং অভিভাবকদের জানানোর মাধ্যমে সচেতন করতে হবে।

